গাংনীর সাহারবাটিতে বিএনপি’র কমিটি গঠন নিয়ে উত্তেজনা

গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নের ২ ও ৩ নং ওয়ার্ড কমিটি গঠন নিয়ে বিএনপি নেতা কর্মির মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বিকালে অনুষ্ঠিত কর্মী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন সহ একাংশের নেতৃবৃন্দ।এসময় নেতা কর্মীর তোপের মুখে পড়েন জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক। পরবর্তিতে গাংনী থানা পুলিশ ও মেহেরপুরের সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

মুজিবনগরের দারিয়াপুরে জামায়াতে ইসলামীর ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরের দারিয়াপুর ইউনিয়ন জামায়াত ইসলামীর দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রী কলেজ মাঠে দারিয়াপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামী আয়োজনে এই ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

দারিয়াপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামী আমীর আব্দুল হালিম এর সভাপতিত্বে ইফতার ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন, মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওঃ তাজউদ্দিন খান, বিশেষ অতিথি ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতে ইসলামী আমীর মাওঃ খানজাহান আলী।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতে ইসলামী তারবিয়াত সেক্রেটারি মাও: ফিরাতুল ইসলাম নাঈম, মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামী সমাজকল্যাণ বিষয়ক সেক্রেটারি মোহাম্মদ

জারজিস হুসাইন, মুজিবনগর থানা জামায়াতে ইসলামী সেক্রেটারি খাইরুল বাসার, মুজিবনগর থানা জামায়াতে ইসলামী বাইতুল মাল সেক্রেটারি আমির হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতে ইসলামী শ্রমিক কল্যাণ সভাপতি ফজলুল হক গাজী, মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রশিবির সভাপতি আবু তালহাসহ দারিয়াপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীবৃন্দ উপস্হিত ছিলেন।

মুজিবনগরে উপজেলা সেচ্ছাসেবক দলের ইফতার মাহফিল

মুজিবনগরে উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আয়োজনে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে কেদারগঞ্জ বাজারের মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় মার্কেটের সামনে এই ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

ইফতার মাহফিলে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ন আহবায়ক ফিরোজ রহমান বিজয়, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক ইকবাল হাসান, জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল ইসলাম, সদর থানা যুবদলের আহ্বায়ক লিয়াকত আলী, সদর থানা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সাইদুর রহমান, জেলা যুবদলের সদস্য মেহেদী হাসান রোলেক্স,

জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মোসাররেফ হোসেন তপু, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আ: হামিদ সহ উপজেলা সেচ্ছাসেবকদলের নেতাকর্মীবৃন্দ।

মেহেরপুরের আমদহে বিএনপির সম্মেলন ও ইফতার

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ড বিএনপির সম্মেলন ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলা আমদহ ইউনিয়নের বিএনপি’র প্রাইমারি স্কুল মাঠ প্রাঙ্গণে সম্মেলন ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য আলমগীর খান সাতুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বক্তব্যে বলেন , তারেক রহমান যে কমিটি দিয়েছে,যারা এই কমিটির সাথে নেই তারা জাতীয়তাবাদী আদর্শের শত্রু। গত ২৫ তারিখে যারা সম্মেলনে উপস্থিত হয়নি এবং গাড়ি বন্ধ করেছে তারা জাতীয়তাবাদী আদর্শের শত্রু। আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে,ঐক্যবদ্ধ থাকতে হলে প্রতিটি ওয়ার্ডে কমিটি গঠন করতে হবে। কিন্তু একটি মহল এই কমিটি গঠনে বাধা প্রদান করছে।আমরা চাই তাদের সুমতি হক,তারা আমাদের সাথে আসুক, জাতীয়তাবাদীর আদর্শে যে দল সেই দলের নেতৃত্বে আসুক, তারেক রহমান বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে আসুক।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র আহবায়ক কমিটির যুগ্ন আহবায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ, জেলা বিএনপির সদস্য হাফিজুর রহমান, এ কে এম খাইরুল বাশার মীর ফারুক ওমর ফারুক লিটন, রোমানা আহম্মেদ,

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাঁকা বিল্লাহ জেলা জিয়া মঞ্চের আহবায়ক অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম,মোশিউল আলম দ্বীপু, ইলিয়াস হোসেন, সৌরভ, আবুল হাসেম, ইসমাইল শাহ, মিজানুর রহমান, সব বিএনপি নেতা কর্মী উপস্থিত ছিলেন

সম্মেলন ও ইফতার দোয়া মাহফিলের অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন সদর উপজেলা বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম রিপন।

আমদহ ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সম্মেলনে নতুন কমিটির সভাপতি পদে জাহাঙ্গীর আলম, সিনিয়র সহ-সভাপতি ফারুক হোসেন, সাধারণ

সম্পাদক হামিদুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক একরামুল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক টোকন আলীকে নির্বাচিত করা হয়।

মেহেরপুরে ৩৫ বোতল ফেনসিডিলসহ আটক ২

মেহেরপুর জেলা মাদকবিরোধী টাস্কফোর্সের অভিযানে ৩৫ বোতল ফেনসিডিলসহ খোরশেদ আলম ও মরিয়ম আক্তার নামের দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়া এলাকার একটি বাড়ি থেকে তাদের আটক করা হয়। আটক খোরশেদ আলম মেহেরপুর পুরাতন মাঠপাড়ার ফকির মহম্মদের ছেলে এবং মরিয়ম আক্তার দিঘিরপাড়ার নাসির উদ্দিনের মেয়ে।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবির হোসেনের নেতৃত্বে টাস্কফোর্সের একটি দল মল্লিকপাড়ায় খোরশেদ আলমের ভাড়া বাড়িতে অভিযান চালায়। এ সময় বাড়ি থেকে ৩৫ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয় এবং খোরশেদ আলম ও মরিয়ম আক্তারকে আটক করা হয়। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

অভিযানে আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মিজানুর রহমান, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৭ ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার জামাল হোসেন, এসআই রাশেদুজ্জামান প্রমুখ।

মেহেরপুর সদর ও পৌর বিএনপির মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরে সদর উপজেলা ও পৌর বিএনপির এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১১ টার দিকে মেহেরপুর কাথুলী সড়কের খান কমিউনিটি সেন্টারে এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়

জেলা বিএনপির আহবায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মতবিনিময় সভায় সঞ্চালনায় করেন সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

উপস্থিত ছিলেন জেলা যুগ্ম আহবায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ, মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটি সদস্য আলমগীর খান সাতু, খায়রুল বাশার, হাফিজুর রহমান হাফি, রোমানা আহাম্মেদ, ওমর ফারুক লিটন, জেলা বিএনপির সাবেক সহ সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন,জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন।

মতবিনিময় সভায় অন্যদের মধ্যে জেলা বিএনপির সাবেক মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা নাজমিন নাহার রিনা জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আনিসুল হক লাভলু, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাঁকা বিল্লাহ,, জেলা যুবদলের আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা,জেলা মহিলা দলের সহ-সভাপতি ছাবিহা সুলতানা,জেলা জিয়া মঞ্চের আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম,জেলা জিয়া মঞ্চের সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম মনি, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ন আহবায়ক ফিরোজুর রহমান ফিরোজ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের ইলিয়াস হোসেন,বিএনপি নেতা মোশিউল আলম দ্বীপু,আব্দুল লতিফ, লিটন মাস্টারসহ বিএনপির নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ১

মেহেরপুরের মুজিবনগরে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মোঃ সাঈদ হাসান নামের এক আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার (১৭ মার্চ) রাত ১২টার দিকে জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃত আসামি মেহেরপুরের মুজিবনগর থানার শিবপুর এলাকার বাসিন্দা এবং মোঃ ফজলুল হকের ছেলে। তার বিরুদ্ধে মামলা নং সিআর ১১৮৩/২৪ (মেহেরপুর) রয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে আইনি প্রক্রিয়া অনুসারে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আরবি ভাষার উৎস, জন্ম ও ক্রমবিকাশ- এম এ এস ইমন

তাদের বাণিজ্যপথের মাধ্যমে নাবাতিয়ান আরবি ভাষা ও এই রূপান্তরিত আরামাইক লিপি আরব উপদ্বীপের পশ্চিম উপকূলে হিজাজ (বর্তমানে ইসলামের পবিত্র নগরী মক্কা ও মদিনা এই হিজাজ অঞ্চলে অবস্থিত) হয়ে ইয়েমেন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

যা-ই হোক, প্রথমে নাবাতিয়ান বাণিজ্যের প্রভাবে এবং পরে ইসলামের প্রসারের সাথে সাথে সারা আরব উপদ্বীপেই ধীরে ধীরে আরবি ভাষা ছড়িয়ে পড়ে, এবং আগের প্রাচীন ভাষাগুলোর ব্যবহার কমতে কমতে এককালে হারিয়ে যায়। প্রধান ব্যতিক্রম থেকে যায় নাবাতিয়ান রাজ্য

থেকে দূরতম প্রান্তে অবস্থিত ইয়েমেন ও ওমান সীমান্তে হাজরামাউত ও জুফার অঞ্চল, যেখানকার আঞ্চলিক ভাষা তখনও আরবি ছিল না।

৩২৯ খ্রিষ্টাব্দে দামেস্কের ১২০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে আন-নামারাতে আরেকটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়। এই শিলালিপির ভাষাটি প্রায় শাস্ত্রীয় আরবির মতোই। যদিও এই শিলালিপিগুলো স্পষ্টতই আরবি ভাষায় লেখা, এগুলো আরবি লিপিতে লেখা নয়, বরং এটি নাবাতিয়ান লিপি, যা আরামাইক লিপি থেকে এসেছে।

কিন্তু কিছু শিলালিপি খ্রিষ্টীয় ৪র্থ এবং ৫ম শতাব্দীরও রয়েছে, যেগুলো আরবি ভাষার মতো একটি লিপিতে লেখা। সাধারণত মনে করা হয় যে, আরবি লিপি নাবাতিয়ান লিপি থেকে বিকশিত হয়েছে, এবং এই শিলালিপিগুলো একটি স্ক্রিপ্ট বা লিপিতে লেখা হতে পারে যেটি এই দুটির মধ্যে হতে পারে। এই শিলালিপিগুলো মূলত উত্তর আরবের ছিল।

অন্যদিকে, দক্ষিণ আরবীয়রা তাদের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান, ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ও সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়কে লিপিবদ্ধ করার জন্য যে ধরনের উপাদান ব্যবহার করত, তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে। এই ধরনের শিলালিপির প্রাচীনতম নিদর্শনগুলোর বয়স খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম ও নবম শতক।

এই লিপিগুলো লেখা হতো একবার বাঁ দিক থেকে ডান দিকে, পরের লাইন ডান থেকে বাঁ দিকে। এই লিপিগুলো থেকে জানা যায় যে, দক্ষিণ আরবীয় বা মিনীয়-সাবিয়ান ভাষার (হিময়ারাইট নামেও পরিচিত) বর্ণমালাতে ২৯টি অক্ষর ছিল যা আধুনিক আরবি বর্ণমালাতেও দেখা যায়। বর্ণগুলোর আকার ছিল অনেকটা কাঁটাওয়ালা আঁকশি বা কুড়ুলের মতো।

এগুলো এসেছিল সিনিয় বর্ণমালা থেকে, যেটি আবার ফিনিশিয় ও মিশরীয় বর্ণমালার পূর্বসূরির মধ্যে যোগসূত্র গড়ে তুলেছিল। এই সমস্ত সুসামঞ্জস্য অক্ষরগুলো একটি দীর্ঘ উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে।

অন্যান্য সেমিটিয় বর্ণমালার মতো এর বর্ণমালাতেও কেবলমাত্র ব্যঞ্জনবর্ণেরই অস্তিত্ব ছিল। বিশেষ্য পদ গঠনে, ক্রিয়ার ধাতুরূপ, ব্যক্তিবাচক সর্বনাম ও শব্দভাণ্ডারের বেশ কিছু ক্ষেত্রে আক্কাদিয়ান (অ্যাসিরো-ব্যাবিলনিয়ান) ও ইথিওপীয় ভাষার সঙ্গে দক্ষিণ আরবীয় ভাষার মিল লক্ষ্য করা যায়।

আবার, এই ভাষার মধ্যে ভাঙা-ভাঙা বহুবচন লক্ষ্য করা যায় যা উত্তর

আরবীয় ও ইথিওপীয় ভাষার বৈশিষ্ট্যকেই প্রতিফলিত করে। আক্কাদিয়ান, দক্ষিণ আরবীয় ও ইথিওপীয় ভাষা কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরনো সেমিটিক ভাষার বৈশিষ্ট্যকেই প্রতিফলিত করেছে। ইয়েমেন সংস্কৃতি ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ আরবীয় ভাষার বিলুপ্তি ঘটে, আর এই স্থান দখল করে নেয় উত্তর আরবীয় ভাষা। উত্তর আরবে ‘উকাজ’-এর মতো সাহিত্য মেলা, কাবায় বার্ষিক হজ্বযাত্রা ও মক্কার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

আরবে ইসলাম আগমনের আগে, উপদ্বীপের চারপাশে আরবি ভাষার অসংখ্য উপভাষা প্রচলিত ছিল। তবে ‘কোইন’ নামে একটি সাধারণ সাহিত্যিক ভাষাও ছিল কবিতার জন্য, যা বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে ব্যবহৃত হতো। সাহিত্যিক ভাষা কোইনে লেখা কবিতার অংশগুলো ক্লাসিক্যাল বা ধ্রুপদী আরবি ভাষার প্রাচীনতম উদাহরণ।

ধ্রুপদী আরবি সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হলো ‘মুআল্লকাত’ নামক কবিতা সংকলন। আরব পণ্ডিতদের মতে, ইসলামি যুগের আগে তদানীন্তন প্রাক-ইসলামি কবিদের লেখা সেরা সাতটি দীর্ঘ কবিতা সংগ্রহ করে একে একত্রে সংকলন করা হয়। এই প্রাক-ইসলামি কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ইমরুল-কায়েস, যিনি খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে জীবিত ছিলেন। পরবর্তী যুগে আরবি ব্যাকরণবিদরা যে ভাষাকে ‘আরাবিয়্যা’ নাম দিয়ে প্রমিত আরবি হিসেবে গ্রহণ করেন, তার প্রথম নিদর্শন এই কবিতাগুলো। কুরআন পাঠে যে আরবি উচ্চারণ ও ব্যাকরণ ব্যবহার হয়, সেটিও এই প্রমিত আরবির উদাহরণ।

তাই বলা যায়, ধ্রুপদী আরবি, যেটি ৬ষ্ঠ শতক থেকে প্রচলিত হয়, সেটাতেই পবিত্র কুরআন লেখা হয়েছে। কুরআন লেখার সময় ধ্রুপদী আরবি ভাষার সাতটি উপভাষা ছিল, যার সবকটিতেই কুরআন লেখা হয়েছিল। কিন্তু কুরাইশ সংস্করণটি সেই মানদণ্ড হয়ে উঠেছে, যার উপর ভিত্তি করে আজকের কুরআন পঠিত হয়।

পার্থক্যগুলো উচ্চারণে; শব্দভান্ডার বা ব্যাকরণে নয়। কুরআনের আরবি প্রাক-ইসলামিক ধ্রুপদী আরবি কবিতার অনুরূপ, তবে সম্পূর্ণভাবে নয়। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের শুরু থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত, ইসলামি সাম্রাজ্যের বিজয় আরবি ভাষাকে নতুন নতুন দূরবর্তী দেশে ছড়িয়ে দেয়। ইসলামি সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির পর আরবি ভাষাকে মানসম্মত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। কারণ, বিপুল সংখ্যক মানুষ এই ভাষা ব্যবহার শুরু করেছিল। যার কারণে একে আরও ব্যবহারিক করা হয়, নতুন শব্দভাণ্ডার তৈরি করা হয়, এবং গদ্যের

ব্যাকরণ ও গদ্যশৈলী প্রমিত করা হয়।

সব সেমিটিক ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ব্যাঞ্জনবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দমূল। সাধারণত তিনটি ব্যাঞ্জনবর্ণ নিয়ে গঠিত হয় একটি মূল শব্দ, যাদের একটি মূল অর্থ থাকে। তারপর স্বরবর্ণ যোগ করে বা উপসর্গ, মধ্যসর্গ আর অন্তঃপ্রত্যয় বসিয়ে এই মূলকে বিভিন্নভাবে পরিবর্তন করে বিভিন্ন কাছাকাছি অর্থের শব্দ তৈরি করা হয়। উদাহরণস্বরূপ আরবি ‘সালিম’ মূলটি দেখা যাক। এর অর্থ ‘নিরাপদ’। মূল শব্দের সাথে স্বরবর্ণ বা উপসর্গ, মধ্যসর্গ আর অন্তঃপ্রত্যয় যোগ করে আমরা পাই: সালামুন (যার অর্থ শান্তি), মুসলিমুন (যার অর্থ মুসলিম)। আবার ‘কিতাব’ দেখি, যার অর্থ ‘বই’। এ থেকে পেলাম কুতুবি (যার অর্থ বই বিক্রেতা), মক্তব (যার অর্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়)। আর এভাবেই আরবি ভাষার বিভিন্ন শব্দভাণ্ডার তৈরি হয়েছে।

যখন লিখিত ভাষা হিসেবে ধ্রুপদী আরবি প্রমিত হচ্ছে, আরব সাম্রাজ্যের শহরগুলোতে আরবি ভাষার স্থানীয় উপভাষাগুলোও আবির্ভূত হয়। এই উপভাষাগুলো সরাসরি ধ্রুপদী আরবি থেকে আসেনি, বরং প্রাক-ইসলামিক আরবি উপভাষা ‘কোইন’ থেকে এসেছে। লেভান্ট এবং মেসোপটেমিয়ার উপভাষাগুলো আরামাইক দ্বারা, মাগরেবের উপভাষাগুলো বারবার (Berber) দ্বারা, মিশরের উপভাষাগুলো কপ্টিক দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

এই নতুন উদীয়মান উপভাষাগুলোর প্রথম শতাব্দীকে নিও বা নব্য-আরবি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। যদিও ধ্রুপদী আরবি প্রমিত ছিল, সবাই এটি নিখুঁতভাবে লিখতে পারত না। ক্লাসিক্যাল আরবি এবং নব্য-আরবি বা এর উপভাষা উভয়ের বৈশিষ্ট্য ধারণ করা লেখাকে মিডল বা মধ্য আরবি ভাষা বলা হয়।

‘মিডল’ কোন সময়কে বোঝায় না, বরং এই আরবি ক্লাসিক্যাল এবং নব্য-আরবির কথোপকথনের মধ্যবর্তী ভাষা ছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিও আরবি উপভাষাটি (যেটি আধুনিক) আধুনিক আরবিসহ কথোপকথন উপভাষায় বিকশিত হতে থাকে, কিন্তু সাহিত্যিক আরবি তুলনামূলকভাবে স্থির ছিল, কারণ কুরআনের আরবিকে সর্বদাই আদর্শ হিসেবে দেখা হতো।

আদর্শ আরবি অনুসরণ করার জন্য এটি সম্ভবত উপভাষার উপর রক্ষণশীল প্রভাব ফেলেছিল, এবং এই কারণে নেপোলিয়ন মিশরে প্রবেশের পরেও তাদের মধ্যে খুব বেশি পরিবর্তন আসেনি।

মধ্যযুগের প্রথমদিকে আরবি ভাষা ছিল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর সংস্কৃতির প্রধান বাহন। এটি বিশেষ করে বিজ্ঞান, গণিত এবং দর্শনে বহুল ব্যবহৃত হতো। ফলে ইউরোপের দেশগুলোর অনেক ভাষাও আরবি থেকে প্রচুর শব্দ ধার করেছে।

ইউরোপের খ্রিস্টান ও আরবের মুসলিম সভ্যতার নৈকট্য এবং দীর্ঘস্থায়ী মুসলিম সংস্কৃতি ও আরবি ভাষার উপস্থিতির কারণে স্প্যানিশ, পর্তুগিজ, কাতালান এবং সিসিলিয়ান শব্দভাণ্ডারে আরবি শব্দ দেখা যায়।

উদাহরণস্বরূপ, ‘আলজেবরা’ বা ‘বীজগণিত’ আরবি শব্দ ‘আল-জাবর’ থেকে এসেছে। মাল্টিজ বা মাল্টার ভাষা হলো একটি সেমিটিক ভাষা, যা আরবি ভাষার একটি উপভাষা থেকে এসেছে এবং এটি ল্যাটিন বর্ণমালায় লেখা হয়। গ্রীক এবং বুলগেরিয়ানসহ বলকান রাষ্ট্রের ভাষাগুলোও অটোমান তুর্কিদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে আরবি ভাষার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শব্দ অর্জন করেছে।

১৭৯৮ সালে আরব বিশ্ব প্রথমবারের মতো পশ্চিমা বিশ্বের সাথে যোগাযোগের বৃহত্তর যুগে প্রবেশ করে এবং নতুন পশ্চিমা ধারণাগুলো প্রবাহের জন্য আরবি ভাষাকে বিংশ শতকের গোড়ার দিকে আধুনিকায়ন করার প্রয়োজনিয়তা অনুভব করে। ফলশ্রুতিতে আরবি ভাষার আঞ্চলিক একাডেমিগুলো ভাষার একটি সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু করে। সংস্কার প্রক্রিয়াটি প্রধানত ভাষার শব্দভান্ডার সম্প্রসারণ এবং ভাষাকে আধুনিক করা নিয়ে ব্যাপক কাজ করে। সংস্কার প্রক্রিয়ার পর আরবি ভাষা আধুনিক স্ট্যান্ডার্ড আরবি হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।

বিশ্বজুড়ে আরবি ভাষা অন্যান্য অনেক ভাষাকে প্রভাবিত করেছে, বিশেষ করে মুসলিম সংস্কৃতি এবং মুসলিমরা যেসব দেশ জয় করেছিল সেগুলোর ভাষাকে। সর্বাধিক প্রভাবিত ভাষার মধ্যে কয়েকটি হলো ফার্সি, তুর্কি, হিন্দি, উর্দু, কাশ্মীরি, কুর্দি, বসনিয়ান, কাজাখ, বাংলা, মালয় (ইন্দোনেশিয়ান এবং মালয়েশিয়ান), মালদ্বীপ, পশতু, পাঞ্জাবি, আলবেনিয়ান, আর্মেনিয়ান, আজারবাইজানীয়, সিসিলিয়ান, স্প্যানিশ, গ্রীক, বুলগেরিয়ান, তাগালগ, সিন্ধি, ওড়িয়া, হিব্রু, হাউসা, এবং আফ্রিকার কিছু কিছু ভাষা, যেমন: সোয়াহিলি, সোমালি। বিপরীতে, অন্যান্য ভাষা থেকেও আরবি ভাষায় শব্দ এসেছে, যার মধ্যে রয়েছে আরামাইক, হিব্রু, ল্যাটিন, গ্রীক, ফার্সি এবং কিছুটা তুর্কি (উসমানী সাম্রাজ্যের কারণে), ইংরেজি এবং ফরাসি (লেভান্টে তাদের উপনিবেশের কারণে) এবং অন্যান্য

সেমিটিক ভাষা, যেমন- আবিসিনিয়ান।

আরবি বর্ণমালা লেখা হয় ডান দিক থেকে বাম দিকে। এই বর্ণমালাগুলো নাবাতিয়ানের মাধ্যমে আরামাইক থেকে উদ্ভূত হয়েছে। সাধারণ লেখার পাশাপাশি আরবি বর্ণমালার অনেকগুলো লিখনশৈলী বিকশিত হয়েছিল।

এদের মধ্যে অন্যতম ও সুন্দর একটি লিখন পদ্ধতি হলো আরবি ক্যালিগ্রাফি। পবিত্র কুরআন ও অন্যান্য বই লেখার জন্য, এবং মসজিদ, মাজার বা ইসলামের স্মৃতিসৌধের শিলালিপিগুলোর সজ্জা হিসেবে আরবি ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার দেখা যায়। এই ক্যালিগ্রাফিগুলো কুরআনের একটি আয়াত বা একটি হাদিস বা আরবিতে লেখা যেকোনো বিমূর্ত আর্ট বা শৈল্পিক নকশা হতে পারে।

ক্যালিগ্রাফিগুলো বেশ মনোমুগ্ধকর হয় বলে বিভিন্ন ডিজাইন হিসেবে এগুলোর ব্যবহার চোখে পড়ে। সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে এসব ক্যালিগ্রাফির বিশ্বজোড়া ব্যাপক কদর রয়েছে।

সংকলনেঃ এম.এ.এস ইমন
প্রকাশক, দৈনিক ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’

মেহেরপুরের কুতুবপুরে ওয়ার্ড বিএনপি’র ইফতার ও দোয়া মাহফিল

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র চেয়ারপার্সন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে মেহেরপুরের কুতুবপুরে ১,২,৩ ও ৪ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের নতুন পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এ ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা বিএনপি’র সদস্য ওমর ফারুক লিটনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব

অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ।

এছাড়াও এসময় জেলা বিএনপি’র সদস্য আলমগীর খান সাতু, জেলা বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম, সাবেক মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা নাজমিন নাহার রিনা, জেলা জিয়া মঞ্চের সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম মনি, লিটন মাস্টার, সৌরভ, যুবদল নেতা আবু তালেব, আব্দুল আলিম, রফিকুল ইসলাম, জিনারুল ইসলাম, নিজামুদ্দিনসহ ওয়ার্ড বিএনপি’র নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে জনবল সঙ্কটে কার্যক্রমে স্থবিরতা

দেড় বছর ধরে জনবল সঙ্কটে কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে মেহেরপুর শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে। উন্নয়ন মূলক কাজ তদারকি ও দাপ্তরিক নানা সমস্যায় জর্জরিত হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। বারবার এ দপ্তর থেকে জনবলের চাহিদা পাঠানো হলেও কাঙ্খিত পদায়ন করা হচ্ছে না।

মেহেরপুর শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে জানা গেছে, সহকারী প্রকৌশলী থেকে অফিস সহায়কসহ ১৪টি পদ শুন্য রয়েছে। এর মধ্যে সহকারী প্রকৌশলী থাকার কথা ৪ জন সেখানে আছেন একজন। উপসহকারী প্রকৌশলীর দুটো পদই শুন্য।

সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা, হিসাবরক্ষক, উচ্চমান সহকারী, কম্পিউটার অপারেটর, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ক্যাশ সরকার পদ শুন্য রয়েছে।

অফিস সহায়কের দুটি পদই শুন্য। এতগুলো শুন্য পদ বিপরীতে কয়েকজন দিন হাজিরা পারিশ্রামিক দিয়ে কাজ চালিয়ে নিতে হচ্ছে। যার জন্য ব্যয় হচ্ছে অর্থ।

এলাকার ঠিকাদাররা অভিযোগ করে জানান, অনেক গুলো পদ শুন্য থাকায় চলমান প্রকল্পের কাজগুলো ইঞ্জিনিয়াররা ঠিকমত পরিদর্শন করতে পারেন না। যার জন্য প্রকল্পগুলো শেষ করতে দেরি হচ্ছে । এছাড়া অফিসে হিসাবরক্ষক না থাকায় ঠিকমত বিলও পাওয়া যাচ্ছে না। দ্রুত শুন্য পদে পদায়ন দিয়ে এসকল সমস্যার সমাধান করার দাবী জানান তারা।

হিসাবরক্ষক ও ক্যাশ সরকার না থাকায় সহকারী হিসাব রক্ষক রিয়াদ হোসেনকে একাই করা লাগছে তিনজনের কাজ। যার ফলে স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে। অনেক বেশি সময় এক কাজে ব্যয় হচ্ছে।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান খান এন্টারপ্রাইজ। প্রতিষ্ঠানটির স্বত্ত্বাধিকার আসলাম খান পিন্টু বলেন, ২৪ লাখ টাকা ব্যয়ে মেহেরপুর টেকনিক্যাল স্কুলে মেরামতের একটি কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার না থাকায় কাজ হ্যাণ্ডওভার দেওয়া যাচ্ছে না। এছাড়া অফিসেও লোকবল সঙ্কট থাকা নানা সন্মুখিন হতে হচ্ছে।

মেহেরপুর শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী মো: রাকিব আহসান বলেন, এ অফিস থেকে বেশ কয়েকজন অন্যত্র চাকরি পেয়ে অব্যহতি নেওয়ায় এ শুন্য পদ সৃষ্টি হয়েছে। কয়েকবার হেডঅফিসে চাহিদা পাঠানো হয়েছে জনবল পদায়ন চেয়ে। এখনো পদায়ন করা হয়নি। যার ফলে সাময়িক বিড়ম্বনার সৃষ্টি হচ্ছে।

জানা গেছে, বর্তমানে মেহেরপুর শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীনে জেলার বিভিন্ন এলাকায় ১৪টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। লোকবল নিয়োগ না হলে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পগুলো শেষ না হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।